৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুক্তক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এমন দুটি গ্রন্থের নাম বল।

উ: 'পলাতকা', 'বলাকা'।

৭। গদ্যছন্দের সঙ্গে মুক্তক ছন্দের পার্থক্য কি?

উ: (i) গদ্য ছন্দে পর্ব-বৈচিত্র্য দেখা যায় কিন্তু মুক্তক ছন্দে পর্ব-সঙ্গতি দেখা যায়।

(ii) গদ্য কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা গদ্যের উপর, মুক্তক কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পদ্যের উপর।

(iii) গদ্যের মধ্যে পদ্যের রঙ ধরানো হলে জন্ম হয় গদ্য কবিতার, আর পদ্যের মধ্যে গদ্যের রঙ ধরান হলে জন্ম হয় মুক্ত কবিতার।

গদ্যছন্দ

১। গদ্যছন্দ কাকে বলে?

উ: যে কাব্য-ছন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে গদ্যের ওপর, যার পর্ব-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং যার পর্বগুলি ছেদের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় বলে ভাবপর্ব হিসাবে গণ্য হয়, যাতে অস্পষ্ট হলেও ছন্দোগত এক ঝংকার শ্রুত হয় এবং গদ্যসুলভ সামান্য নিয়ন্ত্রণ থাকলেও যাতে পদ্যের আভাস পাওয়া যায় তাকে গদ্যছন্দ বলে।

২। গদ্যকবিতার সৃষ্টি কবে হয়?

উ: ফরাসি বিপ্লবের পরে শিল্প মুক্তির যে আন্দোলন হয় তার ফলে।

৩। বাংলায় গদ্য কবিতার সৃষ্টি কবে হয়?

উ: বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে গদ্য কবিতার সৃষ্টি করেন?

উ: বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যকবিতার ছন্দে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম কর।

উ: 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' ইত্যাদি।

৬। কোন শ্রেণির কবিতা জন্মগত ভাবে মুক্ত?

উ: গদ্য কবিতা।

৭। আধুনিক কবিতায় কোন ছন্দের অনুসরণ প্রধান ভাবে লক্ষ্য করা যায়?

উ: গদ্যছন্দের।

Scanned with CamScanner

১৩। ফরাসি সনেটের মিলের রীতিটি কি রূপ?
উ: ফরাসি সনেটের মিলের রীতিটি হলো — ক খ খ ক, ক খ খ ক, গগ, চছ, চছ।
১৪। কোন সনেটের আদর্শে দ্বিপদী পয়ারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়?
উ: শেক্সপীরীয় সনেট।

অমিত্রাক্ষর

১। অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাকে বলে?
উ: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত যে পয়ার ছন্দে অন্ত্যমিল নেই তাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে।
২। কে বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করেন?
উ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
৩। কোন ছন্দের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম হয়?
উ: Blank Verse।
৪। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?
উ: ভাবের প্রবাহমানতা।
৫। মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের মাত্রা সংখ্যা কত?
উ: ১৪।
৬। মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বিখ্যাত সৃষ্টির নাম কি?
উ: 'মেঘনাদ বধ কাব্য'।
৭। পয়ারের সাথে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য কি?
উ: (১) পয়ারে অন্ত্যমিল আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্যমিল নেই।
(২) পয়ারে ভাবে প্রবাহমানতা নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবের প্রবাহমানতা দেখা যায়।

মুক্তক

১। মুক্তক ছন্দ কাকে বলে?
উ: বাংলা পদ্য-ছন্দের ত্রিবিধ নিয়ম—পর্বসম্মিতি, মাত্রা-সম্মিতি ও মিল বিন্যাস রীতির মধ্যে যে কোনো একটি বা দুটি রীতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাকে বলে মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দ।
২। মুক্তক ছন্দে পর্বের সজ্জার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়?
উ: মুক্তক ছন্দে পর্ব-সঙ্গতি বজায় থাকে।
৩। মুক্তক ছন্দে-মাত্রার ক্ষেত্রে সম্মিতি না থাকলেও কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয়?
উ: মাত্রা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।
৪। মুক্তক ছন্দের মিল বিন্যাস রীতিতে কি অভিনবত্ব দেখা যায়?
উ: মুক্তক ছন্দে অন্ত্যমিল না থাকলেও ভাব-সম্মিতি লক্ষ্য করা যায়।
৫। মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?
উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Scanned with CamScanner

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষরবৃত্তের বিভিন্ন প্রয়োগ ছাড়া আর কোন ছন্দ সৃষ্টি করেন?
উ: আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

সনেট

১। সনেট কাকে বলে?
উ: যে কাব্য-ছন্দের মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয় এবং ১৪ বা ১৮ মাত্রার ১৪ চরণের কবিতা রচিত হয়, তাকে সনেট বলে।

২। সনেটের অপর নাম কি?
উ: চর্তুদশপদী কবিতা।

৩। সনেটের প্রবর্তক কে?
উ: অনেকে মনে করেন সিসিলীয় কবিগোষ্ঠী ট্রুবাদুরদের রচিত প্রভেঁসাল গীতিকবিতা অবলম্বনে সনেট রচনা করেন। আবার অনেকে মনে করেন পিয়ারো দেল ভিনে সনেটের প্রথম প্রবর্তক।

৪। সনেটের নিয়ম কানুন প্রথম কে প্রবর্তন করেন?
উ: গুইত্তোন।

৫। সনেট কবে প্রবর্তীত হয়?
উ: খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

৬। বাংলায় সনেটের প্রবর্তক কে?
উ: মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৭। বাঙলায় কে ১৮ মাত্রার সনেট রচনার সূত্রপাত করেন?
উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহিতলাল মজুমদার।

৮। সনেটের কয়টি অংশ?
উ: দুইটি।

৯। কে ত্রিধাবিভক্ত সনেট রচনা করেন?
উ: দ্যু বোলে।

১০। সনেটে কয় প্রকারের মিল দেখা যায়?
উ: তিন প্রকারের। যেমন— পেত্রার্কীয়, শেক্সপীরীয় ও ফরাসি।

১১। পেত্রার্কীয় সনেটের মিল বিন্যাস কেমন?
উ: পেত্রার্কীয় সনেটের দুটি ভাগ থাকে। প্রথমের আটটি চরণের ভাগকে বলে অষ্টক (octave) এবং পরের ছয়টি চরণের ভাগকে বলে ষট্ক (sestet)। অষ্টকের মিল বিন্যাসের রীতি হল—ক খ খ ক, ক খ খ ক। ষটকের মিল বিন্যাসের রীতি হল চছ চছ চছ অথবা চছজ চছজ।

১২। শেক্সপীরীয় সনেটের মিল বিন্যাসের রীতি কি?
উ: শেক্সপীরীয় সনেট কে দুটি অংশে ভাগ করা যায়— চৌপদী ও দ্বিপদী। চৌপদী আবার তিনটি। চৌপদী (quatrain)-এর মিল বিন্যাসের পদ্ধতি হলো — ক খ ক খ, গ ঘ গ ঘ, চ ছ চ ছ। আর দ্বিপদী (couplet)- র মিল বিন্যাসের রীতিটি হল জজ।

Scanned with CamScanner

বাংলা ছন্দের কয়েকটি রূপবন্ধ

পয়ার

১। পয়ার কাকে বলে?

উ: যে কাব্য-ছন্দের পরস্পর দুটি চরণের অন্ত্যমিল থাকে এবং প্রতিটি চরণ দ্বি-পার্বিক হয় ও চরণের মাত্রা সংখ্যা ১৪ বা ১৮ হয়ে থাকে তাকে পয়ার বলে। যেমন—

"বিশেষণে সবিশেষ | কহিবারে পারি || ৮+৬
জান ত স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী" || ৮+ ৬

২। পয়ার কয় প্রকার ও কি কি?

উ: দুই প্রকার। যথা — প্রবহমান পয়ার ও মহা পয়ার।

৩। পয়ারের লয় কি হবে?

উ: ধীর লয়।

৪। কে প্রথম প্রবহমান পয়ার ও মহা পয়ার রচনা করেন?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। প্রবহমান পয়ার কাকে বলে?

উ: যে পয়ার ছন্দে চরণের শেষে ভাবের সমাপ্তি না হয়ে তা চরণান্তরে প্রবাহিত হয়ে যায় তাকে বলে প্রবহমান পয়ার। যেমন—

"মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে || ৮+১০
দূর বন গন্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে || ৮+ ১০
সারাদিন বাজাইলি | বাঁশি ওরে তুই ওঠ্ আজি || ৮+১০
আগুন লেগেছে কোথা | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি || ৮+১০
জাগাতে জগৎ-জনে"। || ৮+১০

৬। মহাপয়ার কাকে বলে?

উ: যে পয়ার ছন্দের ১৮ মাত্রার চরণ হয় এবং প্রতি চরণের শেষে ভাবের আংশিক বা পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে মহাপয়ার বলে। যেমন —

"একথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান || ৮+১০
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন-যৌবন ধনমান" || ৮+১০

৭। বাংলা কোন ছন্দের শোষণ শক্তি সবচেয়ে বেশী? একথা প্রথম কে বলেছেন?

উ: অক্ষরবৃত্ত ছন্দের।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে কার শোষণ শক্তি সবচেয়ে বেশী?

উ: পয়ারের।

৯। কার 'ছন্দগুরু' নামকরণ করা হয়?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

Scanned with CamScanner

৮। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদলের মাত্রা কত হয়?
উ: ২ মাত্রা।

দলবৃত্ত/শ্বাসাঘাত প্রধান/বলবৃত্ত/স্বরবৃত্ত/ছড়ার ছন্দ/লৌকিক ছন্দ

১। দলবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?
উ: যে কাব্য-ছন্দে মূল পর্ব ৪ মাত্রার হয় এবং প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরের ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে তাকে দলবৃত্ত ছন্দ বা শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ বা স্বরবৃত্ত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ বলে। যেমন—

"রায় বেশে নাচ | নাচের ঝোঁকে | মাথায় মারলে | গাঁটা ‖ ৪+৪+৪+২
শ্বশুর কাঁদে | মেয়ের শোকে | বর হেসে কয় | ঠাট্টা ‖" ৪+৪+৪+২

২। দলবৃত্ত ছন্দের লয় কি?
উ: দ্রুতলয়।

৩। দলবৃত্ত ছন্দে মুক্তদল ও রুদ্ধদলের মাত্রা কিরূপ হবে?
উ: মুক্তদল ও রুদ্ধদল একমাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়।

৪। দলবৃত্ত ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের কিরূপ উচ্চারণ হয়?
উ: সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়।

৫। দলবৃত্ত ছন্দের চাল কিরূপ হয়?
উ: লঘু।

৬। দলবৃত্ত ছন্দকে পূর্বে কি বলা হত?
উ: ধামালি।

৭। লোক সাহিত্যে কোন ছন্দের অধিক ব্যবহার দেখা যায়?
উ: দলবৃত্ত ছন্দের।

৮। ছড়ায় কোন ছন্দের ব্যবহার হয়?
উ: দলবৃত্ত ছন্দের।

৯। দলবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কি?
উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "এই খাঁটি বাঙলা ছন্দটিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসকোচে সর্বপ্রকার রস সাহিত্যের বহন উপযুক্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য দান করেছেন এবং এটিকে যথোচিত রূপে মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে তথা বহু শাখা-প্রশাখার পরিবর্তিতও।

Scanned with CamScanner

৪। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হয় না কেন?
উ: যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয় বলে।

৫। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে মাত্রাগণনার রীতি কি হবে?
উ: সমাসবদ্ধ শব্দের আদিতে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে এবং সেটি যদি একটি শব্দ হিসাবে উচ্চারিত হয়, তাহলে কখনও কখনও তাকে দু'মাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়, বাকী অক্ষর একমাত্রার হয়।

৬। অক্ষর বৃত্ত ছন্দের মাত্রা গণনার রীতি কি রূপ?
উ: শব্দের শুরুতে যদি হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর থাকে অথবা একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি যদি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত হয়, তাহলে তাকে দুই মাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়, বাকী সব অক্ষর হয় একমাত্রার।

সরল কলাবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধ্বনি প্রধান/মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

১। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকে বলে?
উ: যে কাব্য-ছন্দে মূল পর্ব ৪,৫,৬,৭ মাত্রার হয় এবং শব্দধ্বনির অতিরিক্ত কোন সুর বা তান শোনা যায় না, তাকে মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান বা বিস্তার প্রধান ছন্দ বলে। যেমন —

"অগ্নি-আখরে | আকাশে যাহারা | লিখিছে আপন | নাম ‖	৬+৬+৬+২
চেন' কি তাদের | ভাই?	৬+২
দুই তরঙ্গ | জীবন-মৃত্যু | জুড়ে তারা উ-| দাম	৬+৬+৬+২
দুয়েরি বল্গা | নাই।" ‖	৬+২

২। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের লয় কি হবে?
উ: মধ্যম লয়।

৩। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের চাল কি হবে?
উ: মধ্যম।

৪। মাত্রাবৃত্তে শব্দ ধ্বনির অতিরিক্ত কোনো সুর বা তান থাকে কি?
উ: না।

৫। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হলন্ত অক্ষর বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর বা যৌগিক স্বরসর্বস্ব অক্ষরের কিরূপ মাত্রা গণনা করা হয়?
উ: দ্বিমাত্রিক হিসাবে গণনা করা হয়।

৬। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হয় কেন?
উ: যুক্ত ব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয় বলে।

৭। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তদলের মাত্রা কত হয়?
উ: ১ মাত্রা।

Scanned with CamScanner